দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 11 1999 ...
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম ৬

৪৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সমীপে

সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক /শিক্ষিকাদের আন্তঃথানা, আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগীয় বদলি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে। স্বামীর স্থায়ী ঠিকানায় বদলি হইতে না পারায় অনেক শিক্ষিকার দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ১৯৯১ সালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকুরী অন্য কোন জেলায় বদলিযোগ্য হইবে না, এইরকম কোন পূর্বশর্ত ছিল না। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, থানা, জেলা ও বিভাগভিত্তিক বিদ্যমান শূণ্যপদের সংখ্যা স্থির রাখিবার জন্য বদলি বন্ধ করা হইয়াছে।কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন শূণ্যপদের বিপরীতে আন্তঃজেলা বদলি হইতে পারিতেছেন। যাঁহাদের কোন প্রভাবশালী আত্মীয় নাই, তাঁহারা মানবিক কারণেও আন্তঃজেলায় বদলি হইতে পারিতেছে না। আন্তঃজেলা পারস্পারিক বদলিতে থানা ও জেলার বিদ্যমান শূন্যপদের সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না। এরূপ বদলিতে একজনের কর্মস্থলে অন্যজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাই আন্তঃজেলা পারস্পারিক বদলি বন্ধ রাখিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। অনেক আন্তঃজেলা পারস্পরিক বদলির আবেদনে ৩০/৬/৯৮ তারিখের পূর্বে সংশ্লিষ্ট থানা ও জেলা শিক্ষা অফিসার অনাপত্তি/সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। সে সমস্ত আবেদন উক্ত তারিখের পরে বিভাগীয় উপ-পরিচালক এর দপ্তরে পৌঁছাইবার কারণে আবেদনসমূহের নিষ্পত্তি হইতেছে না। এমতাবস্থায়, বিবাহিতা শিক্ষিকাদের দাম্পত্য সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া আন্তঃজেলা পারস্পরিক বদলির আবেদন মঞ্জুর করিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মহাপরিচালক সমীপে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।